সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

23-06-2016

(Bangla_)

رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا

হযরত আয়েশা এর জ্ঞানময় মর্যাদা

হযরত আয়েশা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا এর জ্ঞানময় মর্যাদা

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার সুন্নাতে ভরা বয়ান

www.dawateislami.net

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الۡمُرۡسَلِیۡنَ ط

اَمَّا بَعۡدُ فَاَعُوۡذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیۡطٰنِ الرَّجِیۡمِ ط بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ط

اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیۡكَ یَا رَسُوۡلَ اللّٰہ وَعَلٰی اٰلِكَ وَاَصۡحٰبِكَ یَا حَبِیۡبَ اللّٰہ

اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیۡكَ یَا نَبِیَّ اللّٰہ وَعَلٰی اٰلِكَ وَاَصۡحٰبِكَ یَا نُوۡرَ اللّٰہ

نَوَیۡتُ سُنَّتَ الۡاِعۡتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

দরূদ শরীফের ফযীলত

নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসূলে আমীন صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "হে লোকেরা! নিশ্চয়ই কিয়ামতের দিনের ভায়াবহতা এবং হিসাব নিকাশ থেকে তাড়াতাড়ি মুক্তি পাবে সেই ব্যক্তি, যে তোমাদের মধ্যে আমার উপর দুনিয়াতে অধিক হারে দরূদ শরীফ পাঠ করে থাকে।" (ফিরদৌসুল আখবার, ২/৪৭১, হাদীস- ৮২১০)

পড়তা রহো কছরত ছে দুরূদ উন পে সদা মে,
আওর যিকির কা ভি শওক পায়ে গউছ ও রযা দে।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১১৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

বয়ান শুনার নিয়্যত সমূহ

❁ দৃষ্টিকে নত রেখে খুব মনোযোগ সহকারে বয়ান শুনবো। ❁ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে ইলমে দ্বীনের সম্মানার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'জানু হয়ে বসবো। ❁ প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্যদের জন্য জায়গা প্রশস্ত করে দিবো।

www.dawateislami.net

❁ ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্য ধারণ করবো, অমনোযোগী হওয়া, ধমক দেয়া এবং বিশৃংখলা থেকে বেঁচে থাকবো। ❁ صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!, اُذْكُرُ الله, تُوْبُوْا اِلَى الله ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে জবাব দিবো। ❁ বয়ানের পর নিজে আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান করার নিয়্যত সমূহ

❁ হামদ ও সালাত এবং মাদানী পরিবেশে পড়ানো হয় এমন দরূদ ও সালাম পড়াবো। ❁ দরূদ শরীফের ফযীলত বলে صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! বলব, তখন নিজেও দরূদ শরীফ পাঠ করবো এবং অন্যান্যদেরকেও পড়াবো। ❁ সুন্নী আলিমের কিতাব থেকে পাঠ করে বয়ান করবো। ❁ ১৪ পারার সূরা নাহল ১২৫ নং আয়াত: اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ (**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** আপন প্রতিপালকের পথের দিকে আহ্বান করো পরিপক্ক কলাকৌশল ও সদুপদেশ দ্বারা) এবং বুখারী শরীফের (৪৩৬১নং হাদীসে) বর্ণিত এই **ফরমানে মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: "بَلِّغُوْا عَنِّيْ وَلَوْ اٰيَةً" অর্থাৎ- আমার পক্ষ থেকে পৌঁছে দাও যদিও একটি মাত্র আয়াত হয়।" এতে প্রদত্ত আহকামের অনুসরণ করবো। ❁ সৎকাজের নির্দেশ দিব এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করবো। ❁ কবিতা পা করতে এমনকি আরবী, ইংরেজী এবং কঠিন শব্দাবলী বলার সময় অন্তরের ইখলাছের প্রতি খেয়াল রাখব অর্থাৎ- নিজের জ্ঞানের ভাব প্রকাশ করা উদ্দেশ্য হলে তবে বলা থেকে বেঁচে থাকবো। ❁ মাদানী কাফেলা, মাদানী ইন্আমাত, এমনকি এলাকায়ী দাওরা বারায়ে নেকীর দাওয়াত ইত্যাদির উৎসাহ প্রদান করবো। ❁ অট্টহাসি দেয়া এবং অট্টহাসি হাসানো থেকে বেঁচে থাকবো। ❁ দৃষ্টিকে হিফাজত করার জন্য যতটুকু সম্ভব দৃষ্টিকে নত রাখবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ১৭ই রমযানুল মোবারক উম্মুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا এর ওফাত দিবস। এইজন্য এই প্রসঙ্গে আজ হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا এর উত্তম আলোচনা এবং বিশেষ করে তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا এর জ্ঞানময় মর্যাদা শুনার সৌভাগ্য অর্জন করবো। **আল্লাহ্ তাআলার** দয়ায় হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا এর তাকওয়া, দানশীল ও সাহসীকতা এবং ইবাদত ও রিয়াজতের মতো উত্তম চরিত্রের পাশাপাশি অনেক জ্ঞান ও বিষয় সমূহের মধ্যেও তার উপমা তিনি নিজেই। যেমনি ভাবে-

হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا এর ফিক্হী ও ডাক্তারী দক্ষতা

হযরত সায়্যিদুনা উরওযাহ বিন যুবাইর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ যিনি হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا এর ভাগিনা এবং (তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا এর বোন হযরত আসমা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا এর পুত্র) তাঁর বর্ণনা হলো: ফিকহ ও হাদীস ছাড়াও আমি হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا এর চেয়ে বড় আরবের কাব্য সম্পর্কে অবহিত কাউকে পায়নি। চিকিৎসা শাস্ত্র ও রোগীদের চিকিৎসার ব্যাপারে তাঁর যথেষ্ট দক্ষতা ছিলো। (সীরাতে মুস্তফা, ৬৬১-৬৬২ পৃষ্ঠা) ঐ হযরত সায়্যিদুনা উরওয়াহ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর ব্যাপারে আল্লামা যুরকানী رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ বলেন: তিনি একদিন আশ্চর্য্য হয়ে হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا কাছ থেকে জিজ্ঞাসা করেন: হে আম্মাজান! আপনি **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর বিবি এবং হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর কন্যা হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। (এইজন্য এই সৌভাগ্যের কারণে) ইলমে ফিকাহর মধ্যে আপনার যে দক্ষতা অর্জন হয়েছে এতে আমি আশ্চার্য্যান্নীত নই। একই ভাবে এটাতেও বিস্ময় ও আশ্চার্য্যান্নীত নই যে, আপনার এত অধিক পরিমাণ আরবের কাব্য কেন এবং কিভাবে মুখস্থ হয়েছে? এজন্য আমি জানি যে, আপনি আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর কন্যা।

www.dawateislami.net

(যেহেতু তিনি আরবী কাব্যে দক্ষ ছিলেন সেজন্য আপনারও এই বিষয়ে দক্ষতা অর্জন হয়েছে।) কিন্তু আমি এই বিষয়ে খুবই আশ্চর্য্য যে, আপনি চিকিৎসা শাস্ত্র কোত্থেকে এবং কিভাবে অর্জন করেছেন? এটা শুনে হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا এর ভাগিনা হযরত সায়্যিদুনা উরওয়াহ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর কাঁধে চাপড় (হালকা তাপ্পড়) দিয়ে বলেন: হে উরওয়াহ (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ)! **আল্লাহ্ তাআলার হাবীব** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর শেষ বয়সের মধ্যে বেশির ভাগ সময় শরীর অসুস্থ হয়ে পড়তো এবং আরব অনারবের ডাক্তাররা **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর জন্য ঔষধের ব্যবস্থা করতেন (লিখে দিতেন) এবং আমি ঐ ঔষধ থেকে **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর চিকিৎসা করতাম। (এজন্য আমার চিকিৎসা শাস্ত্রেও দক্ষতা অর্জন হয়েছে।)

(শরহুল মাওয়াহিব, আল মকছদুস সানী, আল ফসলুল সালিছ ফি জুকিরা আজওয়াজুত তাহিয়াত, আয়েশা উম্মুল মু'মিনীন, ৪/৩৮৯-৩৯২)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

سُبْحٰنَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ! **প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** আপনারা দেখলেন তো! উম্মুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا এর গভীর দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রখর স্মরণশক্তির এমন অবস্থা ছিলো যে, **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর চিকিৎসার জন্য ব্যবস্থাপত্র কৃত ঔষধের স্মরণ অব্যাহত রাখেন, এমনকি তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا চিকিৎসা শাস্ত্রে দক্ষ হয়ে যান। নিঃসন্দেহে এতে **আল্লাহ্ তাআলার** রহমত তাঁর সাথে সম্পৃক্ত ছিলো, এতে তাঁর ভরপুর মনযোগ এবং পরিপূর্ণ স্মরণশক্তিও অনেক বড় ভূমিকা ছিলো। ফিকহী মাসায়েল ও ডাক্তারীজ্ঞান ছাড়াও তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا কোরআন ও হাদীস বুঝার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ দক্ষতার অধিকারী ছিলেন। এই কারণে যখন কোন মাসয়ালার ব্যাখ্যা বা আয়াতের তাফসীর ও ব্যাখ্যা ইত্যাদির ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان কোন ধরণের সমস্যার সম্মুখীন হতেন তখন ঐ মু'মিনদের মা এবং হাবীবায়ে হাবীবে খোদা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا এর পবিত্র দরবারে উপস্থিত হয়ে যেতেন। এ ব্যাপারে তাঁরা জানতো যে, তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে বিশেষ নৈকট্যতম স্থান ছিলো

www.dawateislami.net

এবং **তিনি** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সমস্ত বিবিগণের মধ্যে ফিকহী মাসায়ালা জানা এবং কোরআন বুঝার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি দক্ষ তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا ছিলেন। নিঃসন্দেহে এইসব কিছু **প্রিয় মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সংস্পর্শের ফয়েয ও বরকত ছিলো, যার ফলশ্রুতিতে তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا জ্ঞান বিজ্ঞানের ময়দানের মধ্যে অনন্য ও পরিপূর্ণ জ্ঞানের মুক্তা পেয়েছেন। এমনকি তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا এর পবিত্র কালাম কোরআনুল করীমের আয়াতের সম্পর্কেও ধারাবাহিক শনে নুযূল এবং হজ্ব ইত্যাদির মাসয়ালা সমূহেরও ভালো জ্ঞান ছিলো। যেগুলো তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا সাহাবায়ে কিরামগণের عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان সামনে খুব সুন্দরভাবে বর্ণনা করতেন।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب!　　صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এটা এক দৃঢ় বাস্তবতা যে, বিভিন্ন ধরণের ফুলের ভিতর বিভিন্ন ধরণের আকর্ষণ, সৌন্দর্য্য, সুঘ্রাণ এবং উপকারীতা রয়েছে। প্রত্যেকটিই মন ও মস্তিষ্ককে সজীব রাখে। নিঃসন্দেহে ঐ সব ফুলের গুরুত্বকে অস্বীকার করা সম্ভব নয়। কিন্তু এই বাস্তবতাটাকেও অস্বীকার করা যাবে না যে, যেই মর্যাদা গোলাপ ফুলের রয়েছে তা অন্য ফুলের নেই। কেননা, এটা এতো সুন্দর ও মনোমুগ্ধকর ফুল, যেটা প্রতিটি ক্ষেত্রে অন্যান্য ফুলের উপর মর্যাদা রাখে। তেমনিভাবে সমস্ত উম্মাহতুল মু'মিনীনগণও رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُنَّ মর্যাদা ও স্তরে বুদ্ধি বিচক্ষণতায় অন্যান্য মহিলাদের তুলনায় অনন্য। সবাই সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী, খুবই উত্তম গুনাবলীর অধিকারী, ইলম ও আমলের প্রকৃত আয়না স্বরূপ এবং উম্মতের মা। কিন্তু ইলমের দিক দিয়ে উম্মুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا এর পবিত্র সত্ত্বা সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলো। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا এর কাছে অনেক জ্ঞান বিজ্ঞানের মধ্যে এতো পরিপূর্ণ ভাবে দক্ষতা ছিলো যে, আজ পর্যন্ত দুনিয়ার মধ্যে তাঁর ফিকাহ ও ইলমের চর্চা শুনা যাচ্ছে। **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দৃষ্টির বরকতে তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا কে সেকালের মুফতীয়া, আলীমা, মুহাদ্দীসা, মুফাস্সীরা বলা হতো। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا এর মহান দরবারে সব সময় ইলমে দ্বীনের কিরণ ফুঠে উঠতো।

www.dawateislami.net

এমনকি তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا নিজেকে সারা জীবন ইলমে দ্বীনের জন্য ওয়াকফ করে দিয়েছেন। হযরত সায়্যিদুনা কাসেম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ বলেন: উম্মুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا (তাঁর সম্মানীত পিতা) হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ এর খিলাফতের সময় স্থায়ী ভাবে ফতোওয়া বিভাগের দায়িত্বে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এমনকি হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুক, হযরত সায়্যিদুনা উসমান رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُمَا এবং তাদের পর তাঁর ওফাতের পূর্ব মূহুর্ত পর্যন্ত ফতোওয়া দিতে থাকেন। (আত-তাবকাতুল কুবরা, লিইবনে সাদ, জুকিরা মিন জমঈল কোরআন, আয়েশাতু জাওযিন্নবী, ২/২৮৬)

এমনকি বুখারীর ব্যাখ্যাকারী হযরত আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বলেন: তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا এর গননা ফিকহী মাসয়ালার মধ্যে প্রবল দক্ষতা সম্পন্না সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে ছিলো। এমনকি যে ছয়জন সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان সবচেয়ে অধিক হাদীস বর্ণনা করেছেন তাদের মধ্যে একজন হলেন, হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا, যার কাছ থেকে ২২১০ হাদীসে মোবারকা বর্ণিত হয়। (উমদাতুল ক্বারী, কিতাব বদউল ওহী, বয়ান কাইফা কানা বদউল ওহী, ১/৩৮)

প্রসিদ্ধ তাফসীর কারক মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ মু'মিনদের মা, হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা, তৈয়্যিবা, তাহেরা, আবেদা, যাহেদা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا এর মর্যাদা সম্পর্কে লিখেন।

জিন কা পহলো হো নবী কি আখেরী আরামগাহ্,
জিনকে হুজরে মে কিয়ামত তক নবী হো জাগুজি,
আসতা উন কা ফেরেস্তো কি যিয়ারত গাহ্ হে,
কিউঁ কে উস মে জলওয়াহ্ ফরমা হে ইমামুল মুরছালীন। (দিওয়ানে সালিক, ৩১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

আসুন!" হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা তৈয়্যিবা তাহেরা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا এর ইলমী মহত্ব এবং তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا এর জ্ঞানময় মর্যাদার সাথে সম্পৃক্ত দু'টি রিওয়ায়েত শুনি, যাতে আমাদের ভিতর ইলমে দ্বীন শিখার উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়। যেমনিভাবে-

www.dawateislami.net

(১) হযরত সায়্যিদুনা উরওয়াহ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ বলেন: আমি লোকদের মাঝে উম্মুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا এর চেয়ে বড় কাউকে কোরআন, মীরাস, হালাল, হারাম, কবিতা, আরবী ভাষ্য ও ইলমের মধ্যে অধিক জ্ঞানী দেখিনি।

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, জুকিরান নিসায়ে আস-সাহাবিয়্যাত, আয়েশাতা জাওযে রাসূলুল্লাহ্, ২/৬০, নং- ১৪৮২)

(২) হযরত সায়্যিদুনা আবু সালমা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ বলেন: আমি **রাসূলে পাক, সাহিবে লাওলাক** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর হাদীসের ব্যাপারে উম্মুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا এর চেয়ে অধিক জ্ঞানী কাউকে দেখিনি এবং কাউকে এই বিষয়ে তাঁর চেয়ে বেশি ফকীহ কাউকে দেখিনি যেখানে সিদ্ধান্তের প্রয়োজন হয়। আরো বলেন: কোরআনের আয়াতের শানে নুযুল সম্পর্কে তাঁর থেকে বেশি কেউ জানতো না, ইলমে মীরাসের মধ্যে তাঁর থেকে বেশি অভিজ্ঞ কেউ ছিলেন।

(আত-তাবকাতুল কুবরা, লিইবনে সাদ, জুকিয়া মিন জময়িল কোরআন আলা আহদে রাসূলিল্লাহ্, আয়েশাতা জাওযিন্নবী, ২/২৮৬)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই মাত্র আমরা যে রিওয়ায়েত সমূহ শুনলাম, তার আলোকে এই কথাটি খুব সুন্দর ভাবে ধারণা করা যেতে পারে যে, **আল্লাহ্ তাআলার** বিশেষ দয়া ও রহমত এবং **মুস্তফা জানে রহমত** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সু-নজরে মু'মিনদের প্রিয় মা, হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا এর প্রবল জ্ঞানময় মর্যাদা, ফিকহী দৃষ্টি, কোরআনের জ্ঞানের মধ্যে দক্ষতা এবং ইলমে মীরাছ ইত্যাদির মধ্যে সর্বোচ্চ দক্ষতার অধিকারী ছিলেন। এ কারণে যখন কোন মাসয়ালা বুঝার মধ্যে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان কোন ধরণের সমস্যায় পতিত হতেন তখন ঐসব হযরতগণ নিজের জ্ঞানের তৃষ্ণা মিঠানোর জন্য এবং নিজের জটিলতা দূর করার জন্য তখনই তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا এর দরবারে উপস্থিত হয়ে যেতেন। হযরত সায়্যিদুনা আবু মুসা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ বলেন: আমরা **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাহাবীগণ عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان যখন কোন কথার জঠিলতায় পড়ে যেতাম, তখন আমরা উম্মুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا এর কাছে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করতাম এবং তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا এর কাছে এই ব্যাপারে জানতে পারতাম।

(তিরমিযী, আবওয়াবুল মানাকিব, বাব ফদ্বরে আয়েশা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا, ৫/৩৭১, হাদীস- ৩৯০৯)

www.dawateislami.net

প্রসিদ্ধ মুফাস্‌সীর, হাকীমুল উম্মত, মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এই হাদীস শরীফের ব্যাখ্যায় বলেন: আজ পর্যন্ত কোন মহিলা এমন আলীমা ফকীহার জন্ম হয়নি যেমনি উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا হয়েছেন। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا কোরআনের জ্ঞান ও হাদীসের জ্ঞানের মধ্যে একিভূত ছিলেন। অনেক বড় মুহাদ্দীসা ও অনেক বড় ফকীহা ছিলেন। (মীরআতুল মানাজীহ, ৮/৫০৫)

কিউ নাহো রুতবা তোমহারা আহরে ঈমা মে বড়া,
সব তো হে মু'মিন আপ উম্মাহাতুল মু'মিনীন। (দিওয়ানে সালিক, ৩১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণিত হাদীস ও এর ব্যাখ্যা থেকে এই কথা স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, উম্মুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا **আল্লাহ্ তাআলার** দয়ায় এবং **ফয়যানে মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মাধ্যমে মহিলা হয়েও শরয়ী মাসয়ালার মধ্যে পরিপূর্ণ দক্ষতা রাখতেন এবং ইলমের সুক্ষ্মতা সম্পর্কে সম্যক ধারণা রাখতেন। যখনি তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا জঠিল থেকে জঠিলতর মাসয়ালা খুব সহজ ভাবে সমাধান করে দিতেন, তখন প্রশ্নকারীর মনে কোন ধরণের আর আকাংখা থাকতো না। তাঁর পবিত্র জীবনের মধ্যে তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا অনেক গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞান বিজ্ঞানের নদী পার হয়ে অবস্থিত দুনিয়ার মহিলাদের এই মাদানী বার্তা প্রদান করেছেন যে, ইলমে দ্বীনের বরকত এবং এর ফয়েয থেকে ফয়েয প্রাপ্ত হওয়া শুধুমাত্র পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট নয়। যদি মহিলারাও সাহস করে তবে ঐ দিন বেশি দূরে নয় যে, তাদের মধ্য থেকে কোন আলীমা, কোন মুহাদ্দীসা, কোন মুফাস্‌সীরা বরং মুফতিয়া হয়ে প্রষ্ফুঠিত হবে এবং সমাজের বক্রতা ঠিক করার জন্য নিজের কাজ আদায় করবে। কিন্তু আফসোস! দূর্ভাগ্যবশতঃ আজ এ ধরণের মাদানী চিন্তা ধারণকারীর সংখ্যা খুবই কম এবং পুরুষদের মতো মহিলাদের অধিকাংশই ইলমে দ্বীন থেকে বঞ্চিত। হয়তো এই কারণে আমাদের সমাজ অসংখ্য দ্বীনি দুনিয়াবী হীনমন্যতার চোখে পড়ছে।

www.dawateislami.net

শায়খুল হাদীস হযরত আল্লামা আব্দুল মুস্তফা আযমী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বলেন: আজকাল মুসলমান পুরুষ ও মহিলার মধ্যে ইলমে দ্বীন শিখা ও শিখানোর এবং দ্বীনের কথা জানার উৎসাহ উদ্দীপনা একেবারে কমে গেছে। এজন্য সর্বত্র আমলহীনতার স্রোতধারা বেড়েই চলছে। হাজার হাজার যুবক দ্বীন ও মাযহাব থেকে মুক্ত এবং **আল্লাহ্ তাআলা ও রাসূল** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রতি অমনযোগী হয়ে পশুর মতো লাগামহীন হয়ে যাচ্ছে। এই আমলহীনতার তুফানের একটাই কারণ মুসলমানরা নিজেই ইলমে দ্বীন পড়া ছেড়ে দিয়েছে এবং নিজের ছেলে মেয়েদের ইলমে দ্বীন পড়াচ্ছে না। এজন্য খুবই আবশ্যক যে, মুসলমান পুরুষ-মহিলা সময় বের করে দ্বীনের জরুরী বিষয়ের ইলম অর্জন করা এবং নিজ ছেলে মেয়েদেরকেও জরুরী বিষয় সমূহ ছোট বেলা থেকে বলা ও শিখাতে থাকা। যদি নিজ ছেলে মেয়েদের ইলমে দ্বীন পড়িয়ে আলীম বানাতে না পারে তবে কমপক্ষে তাঁদের এতটুকু ইলম শিখিয়ে দিন যে, সে মুসলমান হয়ে থাকে। (জান্নাতী যেওর, ৪৫৭ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিঃসন্দেহে ইলম হলো ঐ মহান গুন, যার বরকতে উম্মুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা তৈয়্যিবা তাহিরা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا অন্যান্য পবিত্র স্ত্রীগণ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُنَّ এর উপর এক বিশেষ পর্যায়ে রয়েছেন। অথচ সমস্ত পবিত্র স্ত্রীগণ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُنَّ তাঁদের নিজ নিজ জায়গায় ইলমী ময়দানে প্রবল ভাবে উপবিষ্ট ছিলেন। কিন্তু হাদীসে পাকের আলোতে যদি হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا এর ইলম, উম্মতের সমস্ত মহিলাদের ইলমের সাথে পরিমাপ করা হয়, তবে উম্মাহাতুল মু'মিনীন সমস্ত মহিলা উম্মতদের তুলনায় তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا এর সুবিখ্যাত জ্ঞান (ভারী হবে) সামনে আসে। যেমননিভাবে **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم একবার তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا এর জ্ঞানময় মর্যাদা বর্ণনা করে ইরশাদ করেন: "যদি তাঁর উম্মতের সমস্ত মহিলাদের পাশাপাশি নবীদের স্ত্রীদের رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُنَّ জ্ঞান সমূহ একত্রিত করা হয়, তবে আয়েশা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا এর জ্ঞান তাঁদের সবার চাইতে বেশি হবে।"

(মুজমায়ুয যাওয়ায়েদ, কিতাবুল মানাকিব, বাব জামে ফিমা বকা মিন ফদ্বলিহা, ৯/২৮৯, হাদীস- ১৫৩১৮)

www.dawateislami.net

আপকা ইলম ও ফিকহ তাহকীকে কোরআন ও হাদীস,
দেখ কর হায়রান হে ছারে সাহাবা তাবেয়ীন। (দিওয়ানে ছালিক, ৩২ পৃষ্ঠা)

কিতাব, "ফয়যানে আয়েশা সিদ্দিকা" এর পরিচিতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! উম্মুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا এর জীবনীর সাথে সম্পৃক্ত বিষয়াবলী জানার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত কিতাব "ফয়যানে আয়েশা সিদ্দিকা" অধ্যয়ন করলে খুবই উপকার হবে। اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ এই কিতাবের মধ্যে হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا এর জ্ঞানময় মর্যাদা বর্ণিত রয়েছে। তাঁর বাণী সমূহ, ইবাদতের উৎসাহের কথা বর্ণিত রয়েছে। এই কিতাবের মধ্যে তাঁর দানশীলতা, আত্মত্যাগ, ইশকে রাসূলের বর্ননা রয়েছে। এই কিতাবের মধ্যে তাঁর অনন্যতা, পারিবারিক কর্ম পদ্ধতি, মুস্তফার বাণীর উপর আমলের বর্ণনা রয়েছে। এই কিতাবে তাঁর বাকপটুতা, কান্না, বিনয়ী, নম্রতা এবং এছাড়াও আরো অনেক কিছু রয়েছে। এই কিতাবের বিষয় সমূহ ২১৫ কিতাব থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। আজই এই কিতাবটি মাকতাবাতুল মদীনার বস্তা থেকে হাদিয়া দিয়ে গ্রহণ করে নিজেও এটা পাঠ করে নিন অন্যান্য ইসলামী ভাই এবং বিশেষ করে নিজ ঘরের ইসলামী বোনদেরকেও এটা পড়ার উৎসাহীত করুন। এই কিতাবটি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ওয়েব সাইট **www.dawateislmai.net** থেকেও পড়া যাবে। ডাউনলোড **(Download)** ও প্রিন্ট আউট **(Print Out)**ও করা যাবে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ইলমে দ্বীন অর্জন করার দ্বারা **আল্লাহ্ভীতি** অর্জিত হয়। ইলমে দ্বীন অর্জন করা দ্বারা হালাল হারাম চেনা যায়। ইলমে দ্বীন অর্জন করার দ্বারা আর কি কি অর্জন হয় তার জন্য মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব "জান্নাত মে লে জানে ওয়ালা আমল" পড়ুন এবং রিসালা "ইলম ও উলামা কি শান" অধ্যয়ন করলে অনেক উপকার হবে। اِنۡ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ইলম মহান জিনিস, ইলমে দ্বীনের দ্বারা **আল্লাহ্ তাআলা** ও তাঁর **প্রিয় হাবীব** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সন্তুষ্টি অর্জন হয়। ইলমে দ্বীনের দ্বারা মানুষের জাহের-বাতেন সঠিক হয়ে যায়। ইলমে দ্বীনের দ্বারা অজ্ঞতার অন্ধকার দূর হয়ে যায়।

সাহাবায়ে কিরাম ও সাহাবীয়াগণ عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان উম্মুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا এর কাছে অন্যান্য ইলমী প্রশ্ন ছাড়াও কোরআনে পাকের তাফসীরের ব্যাপারেও প্রশ্ন করতেন। যেমনিভাবে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতীষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৭৪৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব "জান্নাত মে লেজানে ওয়ালা আমাল" এর ৬১৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত রয়েছে; হযরত সায়্যিদাতুনা উমাইমা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا বলেন: আমি উম্মুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا থেকে এই আয়াতের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলাম:

وَاِنۡ تُبۡدُوۡا مَا فِیۡۤ اَنۡفُسِکُمۡ اَوۡ تُخۡفُوۡہُ یُحَاسِبۡکُمۡ بِہِ اللّٰہُ ؕ فَیَغۡفِرُ لِمَنۡ یَّشَآءُ وَ یُعَذِّبُ مَنۡ یَّشَآءُ ؕ وَ اللّٰہُ عَلٰی کُلِّ شَیۡءٍ قَدِیۡرٌ ﴿۲۸۴﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর যদি তোমরা প্রকাশ করো যা কিছু তোমাদের অন্তরে রয়েছে কিংবা গোপন করো **আল্লাহ্** তোমাদের থেকে সেটার হিসাব নিবেন। অতঃপর যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন। আর যাকে ইচ্ছা করবেন শাস্তি দিবেন এবং **আল্লহ্** প্রত্যেক বস্তুর উপর ক্ষমতাবান। (পারা- ৩, সূরা- বাকারা, আয়াত- ২৮৪)

مَنۡ یَّعۡمَلۡ سُوۡٓءًا یُّجۡزَ بِہٖ ۙ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: যে ব্যক্তি মন্দ কাজ করবে সে তার প্রতিফল পাবে।
(পারা- ৫, সূরা- নিসা, আয়াত- ১২৩)

তখন উম্মুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا বলেন: যখন থেকে আমি **নবীয়ে রহমত, শফীয়ে উম্মত, মুস্তফা জানে রহমত** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর কাছে এই প্রশ্নটি করলাম। আমার কাছ থেকে কেউ এই ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেনি।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমার প্রশ্নের উত্তরে বললেন: হে আয়েশা (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا)! এটা **আল্লাহ্**র বান্দার সাথে অঙ্গীকার তার যে জ্বর হয়, মুসীবত হোক বা কাঁটা বিদুক, এমনকি সে যে মূলধন তার থলের মধ্যে রাখে এবং সে যদি তা না পায়, তবে তার জন্য অস্থির হয়ে যায়। অতঃপর সে তার বাহুতে পেয়ে যায়, এমনকি মু'মিন তার গুনাহ থেকে এইভাবে বের হয়ে যায়, যেমনিভাবে লাল স্বর্ণ ভাট্টি থেকে বের হয়ে যায়।"

(আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, কিতাবুল জানয়িযিত তারগীব ফিস সবর ছিমা লিমান, ১০৭০ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৬২)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

ইফতারে তাড়াতাড়ি করা

হযরত সায়্যিদুনা আবু আতিয়্যা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: আমি ও হযরত সায়্যিদুনা মাছরুক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا উম্মুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا এর কাছে গেলাম, আমরা জিজ্ঞাসা করলাম: হে উম্মুল মু'মিনীন (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا)! **তাজেদারে মদীনা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم সাহাবীদের মধ্যে দুই হযরত, একতো ইফতারে তাড়াতাড়ি করে এবং নামাযও তাড়াতাড়ি পড়ে। আর অন্যজন ইফতারেও দেরী করে এবং নামাযও দেরীতে পড়ে। বলতে লাগলেন: কোন্ ব্যক্তি নামায ও ইফতারে তাড়াতাড়ি করে? আমরা বললাম: আব্দুল্লাহ্ বিন মাসঊদ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ। বললেন: এমনটি **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم করতেন। অন্যজন হযরত আবু মুসা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ।

(সহীহ মুসলিম, কিতাবুস সিয়াম, বাব ফসলুস সুহুর ওয়াতাকিদ ইসতিহবাব, ৩৯৭ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৪৯-১০৯৯)

মিশকাতের ব্যাখ্যাকারী, হাকীমুল উম্মত, মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ এই হাদীস শরীফ প্রসঙ্গে বলেন: এই দুই হযরত অর্থাৎ হযরত সায়্যিদুনা আবু আতিয়্যা এবং হযরত সায়্যিদুনা মাসরুক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا উচ্চ মর্যাদার তাবেয়ী তাদের মধ্যে মাগরীবের নামায ও রোযার ইফতারের ব্যাপারে মতবিরোধ হয়েছিলো। সমাধানের জন্য উম্মুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا এর কাছে উপস্থিত হন।

www.dawateislami.net

কেননা, তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا অনেক বড় ফকীহা আলীমা ছিলেন। মুফতী সাহেব আরো বলেন: নামায দ্বারা উদ্দেশ্য মাগরীবের নামায এবং তাড়াতাড়ি থেকে খুব তাড়াতাড়ি সূর্যের কিনারাটা ডুবে যাওয়া একেবারে নিকটে। আর বিলম্ব দ্বারা উদ্দেশ্য কয়েক মিনিট সতর্কতা মূলক দেরী করা। এমন নয় যে, তারকা ডুবে যাওয়া পর্যন্ত দেরী করা। এগুলোতে কোন বুযুর্গের কাছে অভিযোগ নেই, এক ব্যক্তি ফযীলতের উপর আমলকারী অন্যজন ছাড় দেওয়ার উপর। তারপর বলেন: হযরত উম্মুল মু'মিনীন رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসঊদ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর আমলকে সুন্নাতে মুসতাহাব অনুসারে বলেন এবং দেরীর পরিমানকে মুস্তাহাব বলেন। এটা জানা গলো যে, হযরত উম্মুল মু'মিনীন رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا রাসূলের জ্ঞানের ধারণা এবং **প্রিয় মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর অবস্থা জ্ঞান সম্পর্কে জানা, প্রবলতা এটাই যে, এই সংবাদ হযরত আবু মুসা আশয়ারী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর নিকট পৌঁছালো এবং তিনি তাঁর আমলকে পরিবর্তন করে নিলেন। সাহাবাদের এই সাহস হতেই পারে না যে, **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর আমল জেনে তাঁর বিরোধী কাজ করবে।

(মিরআতুল মানাজিহ, শরহে মিশকাতুল মাসাবীহ, কিতাবুস সওম, ৩/১৫৭)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب!　　صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদেরও উচিত, যদি কোন কথা না জানি তবে সাহাবায়ে কিরামগণের عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان পথের উপর আমল করে আলীমদের নিকট মনোনিবেশ করা এবং নিজেও ইলমে দ্বীন শিখা ও নিজ সন্তান-সন্ততি, ভাই-বোনদেরকেও এর প্রতি উৎসাহিত করা। নিঃসন্দেহে সমাজের মধ্যে যেই পরিমাণ ইলমে দ্বীনের প্রদীপ আলোকিত হবে তেমনি ভাবে অজ্ঞতার অন্ধকার দূর হবে এবং যখন অজ্ঞতা কমে যাবে তখন বাধ্যতামূলক গুনাহের প্রবল স্রোতধারা কমে যাবে। এইভাবেই তাড়াতাড়ি আমাদের সমাজ এক সুন্দর ফুল বাগানে পরিণত হবে اِنْ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ। আসুন! এক কোরআন ও হাদীসের আলোকে ইলমে দ্বীনের কিছু ফযীলত শুনি, যাতে আমাদের অন্তরের মধ্যে ইলমে দ্বীন শিখার উৎসাহ সৃষ্টি হয়। **আল্লাহ্ তাআলা** কোরআনুল করীমের মধ্যে আলীমদের সম্মান ও মর্যাদার কথা বর্ণনা করে ইরশাদ করেন:

www.dawateislami.net

قُلۡ هَلۡ يَسۡتَوِى الَّذِيۡنَ يَعۡلَمُوۡنَ وَالَّذِيۡنَ لَا يَعۡلَمُوۡنَ ؕ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُوا الۡاَلۡبَابِ ۙ﴿۹﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ আপনি বলুন; জ্ঞানীরা ও অজ্ঞলোকেরা কি এক সমান? উপদেশ তো তারাই মান্য করে যারা বোধশক্তি সম্পন্ন। (পারা- ২৩, সূরা- যুমর, আয়াত- ৯)

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ হাদীস শরীফের মধ্যেও ইলমে দ্বীনের ফযীলত ভরপুর। আসুন! এই প্রসঙ্গে **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ৯টি বাণী শুনি:

(১) "আলীম জমিনের মধ্যে **আল্লাহ্ তাআলার** দলীল ও প্রমান।"

(জামেউস সগীর, ফসল ফিল মুহাল্লীবাল মিন হাজাল হরফ, ৩৪৯ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৫৬৫৮)

(২) "নিঃসন্দেহে জমিনে ওলামাদের উদাহরণ ঐ সব তারকাদের মতো যেগুলোর মাধ্যমে পৃথিবীর অন্ধকারের পথ প্রদর্শণ অর্জন হয়। যখন তারকা অস্পষ্ট হয়ে যায়, তখন খুব সম্ভবত হেদায়ত প্রাপ্ত লোক পথভ্রষ্ট হয়ে যায়।"

(মসনদে আহমদ, মসনদে আনাস বিন মালিক বিন নদর, ৪/৩১৪, হাদীস- ১২৬০০)

(৩) "ইলমের সাথে সামান্য আমলও উপকার দেয়, কিন্তু অজ্ঞতার সাথে অনেক আমল উপকার দেয় না।" (জামে বয়ানুল ইলম, বাব জামে ফি ফদ্বলিল ইলম, ৬৫ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৯৭)

(৪) "اَلۡعِلۡمُ حَيَاۃُ الۡاِسۡلَامِ وَعِمَادُ الۡاِ يۡمَانِ অর্থাৎ- ইলম ইসলামের প্রাণ এবং ঈমানের খুটি।" (জামউল জাওয়ামে, হরফুল আইন, আল মুহাল্লীবাল মিন হাজাল হরফ, ৫/২০০, হাদীস- ১৪৫১)

(৫) "مَنۡ طَلَبَ الۡعِلۡمَ تَكَفَّلَ اللّٰہُ بِرِزۡقِہٖ অর্থাৎ- যে ব্যক্তি ইলম অন্বেষনে থাকে, **আল্লাহ্ তাআলা** তার রিযিকের জামিনদার।"

(তারিখে বাগদাদ, মুহাম্মদ বিন আল কাসিম বিন হিশাম, ৩/৩৯৮)

(৬) "مَنۡ سَلَكَ طَرِيۡقًا يَلۡتَمِسُ فِيۡهِ عِلۡمًا سَهَّلَ اللّٰہُ لَهٗ بِهٖ طَرِيۡقًا اِلَى الۡجَنَّةِ অর্থাৎ- যে এমন রাস্তায় চলে যেখানে ইলম অন্বেষন করে এর কারণে **আল্লাহ্ তাআলা** তার জন্য জান্নাতের রাস্তা সহজ করে দেন।"

(মুসলিম, কিতাবুজ যিকির ওয়াদ দোয়া, বাব ফদ্বলুল ইজতিমা, ১৪৪৮ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২৬৯৯)

(৭) "ওলামাগণ আম্বীয়ায়ে কিরামগণের عَلَیۡہِمُ الصَّلٰوۃُ وَ السَّلَام উত্তরসূরী, এজন্য যে ইলম অর্জন করলো সে তার অংশ নিয়ে নিলো এবং দ্বীনি আলীমের মৃত্যু এমন একটি বিপদ, যেটা দূর করা যায় না এবং এমন শূন্যতা যেটা পূরণ করা যায় না।

www.dawateislami.net

আসলে সে একটি তারকা ছিলো। যেটা অস্পষ্ট হয়ে গেছে। একটি গোত্রের মৃত্যু একজন আলীমের মৃত্যুর তুলনায় খুবই সামান্য।"

(শুয়াবুল ঈমান, বাব ফি তলাবিল ইলম, ফসল ফি ফদ্বলিল ইলম ওয়া শরফিহি, ২/২৬৩, হাদীস- ১৬৯৯)

(৮) "ইসলামকে জীবিত করার লক্ষ্যে ইলম অর্জন করতে গিয়ে যার মৃত্যু এসে যায় তার এবং আম্বীয়ার মধ্য খানে জান্নাতের মধ্যে শুধুমাত্র একটি দরজা পার্থক্য হবে।" **(দারমী, বাব ফি ফদ্বলিল ইলম ওয়া আলীম, ১/১১২, হাদীস- ৩৫৪)**

(৯) "مَنْ خَرَجَ فِیْ طَلَبِ الْعِلْمِ فَهُوَ فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ حَتّٰی یَرْجِعَ অর্থাৎ- যে ব্যক্তি ইলম অন্বেষণের জন্য ঘর থেকে বের হলো, তবে যতক্ষণ পর্যন্ত ফিরে আসেনি **আল্লাহ্ তাআলা**র রাস্তায় রয়েছে।" **(তিরমিযী, আবওয়াবুল ইলম, বাব ফদ্বল তলাবুল ইলম, ৪/২৯৫, হাদীস- ২৬৫৬)**

এই শেষ হাদীস শরীফ প্রসঙ্গে প্রসিদ্ধ মুফাস্সীর, হাকীমুল উম্মত, মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ বলেন: অর্থাৎ- যে কেউ মাসয়ালা জানার জন্য তার ঘর থেকে বা ইলমের অন্বেষণের মধ্যে নিজের দেশে থেকে ওলামায়ে কিরামের কাছে গেলো সেও *মুজাহিদ ফি সাবিলিল্লাহ্* অর্থাৎ- **আল্লাহ্**র রাস্তায় জিহাদকারীর মতো। গাজির মতো ঘরে ফিরা পর্যন্ত তার সমস্ত সময় এবং প্রত্যেক নড়াচড়া ইবাদত হবে। **(মিরআতুল মানাজিহ, ১/২০৩)**

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! স্মরণ রাখুন! কোরআন ও হাদীসের মধ্যে ইলম অর্জনের যতটুকু ফযীলত বর্ণিত হয়েছে; এর দ্বারা উদ্দেশ্য ইল্মে দ্বীন। ইল্মে দ্বীন অর্জনের কিছু সংখ্যক মাধ্যম রয়েছে। আমরা এগুলোর মধ্যে যে কোনটার মাধ্যেমে ইলমে দ্বীন অর্জন করতে পারি। (১) দরসে নিজামীর (আলীম কোর্সর) জন্য জামেয়াতুল মদীনার মধ্যে ভর্তি হয়ে নিয়ম অনুসারে ইলমে দ্বীন অর্জন করুন, (২) ওলামায়ে আহলে সুন্নাতের সংস্পর্শে থেকে ইলমে দ্বীন শিখে নিন, (৩) আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ, শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِیَه এবং **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব ও রিসালা পড়তে থাকুন اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ জ্ঞানের ধন ভান্ডার হাতে আসবে,

www.dawateislami.net

(৪) মাদানী কাফেলার মধ্যে আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর নিজের আমল বানিয়ে নিন, (৫) সুন্নাতে ভরা ইজতিমা এবং দরস ও বয়ানের মধ্যে নিয়মিত ভাবে অংশগ্রহণ করার সৌভাগ্য অর্জন করুন। (৬) মাদানী চ্যানেলের দ্বীনি জ্ঞান থেকে ভরপুর অনুষ্ঠান দেখার অভ্যাস গড়ুন। (৭) **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের মধ্যে সময়ে সময়ে সংগঠিত হওয়া বিভিন্ন কোর্স, উদাহরণ স্বরূপ- ৬৩ দিনের মাদানী তরবিয়তী কোর্স, ৪১ দিনের মাদানী ইনআমাত ও মাদানী কাফেলা কোর্স, ১২ দিনের মাদানী কোর্স, ফয়যানে কোরআন ও হাদীস কোর্স ইত্যাদি। (৮) **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ওয়েব সাইট **www.dawateislami.net** এ ভিজিট করুন। এই ওয়েব সাইটে রয়েছে ইলমে দ্বীনে ভরপুর বিভিন্ন কিতাব রিসালা এবং সুন্নাতে ভরা বয়ান ও মাদানী মুযাকারা ফয়যানে ইলম ছড়ানো ছিটানো রয়েছে। (৯) শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَکَاتُہُمُ الۡعَالِیَہ এর সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারার মধ্যে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নিয়মিত অংশগ্রহণের আমল বানিয়ে নিন। এগুলোর মধ্যে যত বেশি নিজের করে নেওয়া হবে, اِنۡ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ তত পরিমাণ আমাদের ইলমের মধ্যে বর্ধিত হতে থাকবে।

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ তবলীগে কোরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র আওতায় দেশে বিদেশের মধ্যে অনেক জামেয়াত বনাম "জামেয়াতুল মদীনা" প্রতিষ্ঠিত। যেগুলোর মাধ্যমে অসংখ্য ইসলামী ভাই প্রয়োজন অনুসারে থাকা খাওয়ার সুযোগ সহকারে দরসে নিজামী অর্থাৎ আলীম কোর্স এবং ইসলামী বোনদের আলীমা কোর্সের বিনামূল্যে শিক্ষা দেওয়া হয়। এমনকি মাদানী মুন্না মাদানী মুন্নীদের হিফজ ও নাযেরা শিক্ষা দেওয়ার জন্য দেশে বিদেশের বিভিন্ন মাদ্‌রাসা "মাদ্‌রাসাতুল মদীনা"ও তাদের বরকত লুফে নিচ্ছে এই সব জামেয়াতুল মদীনা ও মাদ্‌রাসাতুল মদীনার মধ্যে এমন মাদানী পরিবেশ ব্যাপক করার চেষ্টা করা হচ্ছে এখানে পড়ুয়া ছেলে মেয়ে তাদের শিক্ষা পরিপূর্ণ করে ইলম ও আমলের প্রতিচ্ছবি হয়ে সারা দুনিয়ার মধ্যে সুন্নাতের সাড়া জাগাতে এবং **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী বার্তাকে ব্যাপককারী হয়ে যায়।

www.dawateislami.net

এজন্য আমাদেরও উচিত যে, আমাদের সন্তানদের সত্যিকার আশিকে রাসূল এবং সাহাবা ও আহলে বাইতের প্রকৃত ভালবাসা পোষণকারী বানাতে, নিজের ও তাদের কবর ও আখিরাত সংশোধন করতে, তাদের ইলম ও আমলের রাস্তার উপর চলাতে এমনকি নিজের ও তাদের জান্নাতের রাস্তা সহজতর করার জন্য জামেয়াতুল মদীনা এবং মাদ্‌রাসাতুল মদীনার মধ্যে ভর্তি করিয়ে নিজের জন্য সাওয়াবে জারিয়ার সরঞ্জাম করুন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ জামেয়াতুল মদীনা লিল বনিত (ছাত্রদের) এবং জামেয়াতুল মদীনা লিল বানাত (ছাত্রীদের) জামেয়াতুল মদীনার মধ্যে ভর্তি চলমান রয়েছে এবং ১০ই শাওয়াল ১৪৩৭ হিঃ ১৬ই জুলাই ২০১৬ইং পর্যন্ত ভর্তি চালু থাকবে। ভর্তিচ্ছুকরা নিজ নিজ শহরের জামেয়াতুল মদীনা (ছেলেদের) ও জামেয়াতুল মদীনা (মেয়েদের)- এর মধ্যে যোগাযোগ করুন।

আপনিও আপনার বাচ্চাকে দ্বীনি শিক্ষা দেওয়ার জন্য, তাকে নামায রোযার অভ্যস্থ করার জন্য, ফরয-ওয়াজিব, হালাল-হারাম, ক্রয়-বিক্রয় এবং বান্দার হক ইত্যাদির শরয়ী হুকুম সমূহ শিখানোর জন্য জামেয়াতুল মদীনার মধ্যে ভর্তি করিয়ে দিন। যাতে আপনার বাচ্চা ইলমে দ্বীন শিখে অন্যজনকে শিখাতে পারে এবং আপনার আখিরাতের মুক্তির ব্যবস্থা হয়ে যায়। ইলমে দ্বীনের ফযীলতের কথা কি বলব। সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরীকা হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ বলেন: ইলম এমন জিনিস নয় যে, যেটার ফযীলত এবং সৌন্দর্য্যতা বর্ণনা করার প্রয়োজন রয়েছে। দুনিয়া জানে যে, ইলম অনেক সর্বোত্তম জিনিস এটা অর্জন করা উন্নতির নিদর্শন। এটা ঐ জিনিস যেটার দ্বারা মানুষের জীবন সফল এবং সুখময় হয়। আর এর দ্বারা দুনিয়া ও আখিরাত সর্বোত্তম হয়। এর দ্বারা ঐ ইলম উদ্দেশ্য যা কোরআন ও হাদীস থেকে অর্জিন হয়। এটা ঐ ইলম যেটার দ্বারা দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ই সংশোধন হয় এবং এই ইলম নাজাতের মাধ্যম এবং এটার ব্যাপারে কোরআন ও হাদীসের মধ্যে প্রশংসা এসেছে এবং এটা শিখার জন্য মনোনিবেশ করা হয়েছে। (বাহারে শরীয়াত, ৩/৬১৮)

www.dawateislami.net

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ জামেয়াতুল মদীনার মধ্যে ছাত্রদেরকে জ্ঞানের আলোতে আলোকিত করার পাশাপাশি গুনাহ থেকে বাঁচার এবং নেকী করার প্রতিও উৎসাহিত করা হয়। এ ছাড়াও জামেয়াতুল মদীনার ছাত্র জাদওয়াল অনুসারে **আল্লাহ্**র রাস্তার মধ্যে আশিকানে রাসূলের সাথে মাদানী কাফেলার মুসাফির হয়। বরং কিছু সৌভাগ্যবান তো ১২ মাসের মাদানী কাফেলার মধ্যে সফর করার সৌভাগ্য অর্জন করে। শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَکَاتُہُمُ الۡعَالِیَہ এর প্রদত্ত ৯২টি মাদানী ইন্আমাতের উপর আমল করে প্রতিদিন মাদানী ইন্আমাতের রিসালা পূরণ করে প্রত্যেক মাদানী মাসের প্রথম তারিখ জমা করে থাকে। আপনিও আপনার বাচ্চাকে জামেয়াতুল মদীনার মধ্যে ভর্তি করুন। এমকি আপনার ভাই, বন্ধু, প্রিয় ভাজন এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের উপরও ইনফিরাদী কৌশিশ করুন এবং তাদেরকে তাদের বাচ্চাদের জামেয়াতুর মদীনার মধ্যে ভর্তি করানোর মনমানসিকতা দান করুন। এর দ্বারা চতুর্দিকে ইলমের আলো ছড়াবে এবং অজ্ঞতার অন্ধকার দূর হবে আর আপনার জন্য সদকায়ে জারিয়াও হয়ে যাবে اِنۡ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের উচিত, আমরাও হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا এর জ্ঞানময় মর্যাদা দৃষ্টিতে রেখে ইলমে দ্বীন অর্জন করা এবং নিজ সন্তানদের দ্বীনি শিক্ষার প্রতি বিশেষ মনযোগ দেওয়া। আফসোস! আজকাল ইসলামী শিক্ষা থেকে দূরত্ব এবং বিধর্মীদের অন্ধ অনুকরণ মুসলমানদের কোথায় থেকে কোথায় নিয়ে গিয়ে ছেড়েছে। দূর্ভাগ্যবশতঃ আজ আমাদের জীবন পদ্ধতি রীতিনীতি ইসলামী শিক্ষার সম্পূর্ণ বিরোধী দেখা যাচ্ছে। এমন করুণ পরিস্থিতিতে নিজ সন্তান বিশেষ করে মেয়েকে সঠিক ইসলামী শিক্ষা দেওয়া খুবই কঠিন। এজন্য যদি আমরা নিজের কন্যাকে সঠিক শিক্ষা দিতে চাই তবে সর্বপ্রথম ইসলামী শিক্ষা অর্জন করা জরুরী, যাতে ইসলামী শিক্ষার আলোর মধ্যে আমরা সঠিক ভাবে নিজের ফরয আদায় করতে পারি। আজকের কন্যা কাল কারো স্ত্রী, তার পর মা এবং পরে শাশুড়ী হবে।

www.dawateislami.net

এজন্য আজ এই কন্যার শিক্ষার প্রতি ভরপুর মনযোগ দেওয়া জরুরী, যাতে কাল সে তার সন্তানদের সর্বোত্তম শিক্ষা দিতে উদাসীন না হয়। সন্তানকে মাদানী শিক্ষা কিভাবে করা হয়? এর সর্বোত্তম জ্ঞান অর্জনের জন্য মাকতাবাতুল মদীনার ৩টি রিসালা "তরবিয়তে আউলাদ" "বেটিকি পরওয়ারিশ" ও "আওলাদ কা হুকুক" হাদিয়া দিয়ে সংগ্রহ করুন এবং এগুলো থেকে অর্জিত হওয়া মাদানী ফুলের আলোতে সন্তানদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার চেষ্টা করুন। اِنۡ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণই কল্যাণ অর্জিত হবে। এই রিসালা সমূহ **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ওয়েব সাইট **www.dawateislami.net** থেকে ফ্রি পড়া যাবে, ডাউনলোড এবং প্রিন্ট আউটও করতে পারবেন।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সন্তানদের ভাল প্রশিক্ষণের জন্য, নামায এবং নেকীর কাজ সমূহে স্থায়িত্ব অর্জনের জন্য, এই ধরণের চারিত্রিক, সামাজিক এবং দ্বীনি কথাবার্তা এবং সুন্দর সুন্দর সুন্নাত সমূহ এবং আদব শিখার জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সব সময় সম্পৃক্ত থাকুন। বরং সৌভাগ্য হবে প্রত্যেক ইসলামী ভাই সুযোগ অনুসারে উপকৃত হয়ে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র আওতায় অনুষ্ঠিত হওয়া ইজতিমায়ী ইতিকাফ করার সৌভাগ্য অর্জন করুন। কেননা, খুব শীঘ্রই রমযানুল মোবারকের ঐ শেষ দশদিন শুরু হতে যাচ্ছে যেখানে লক্ষ লক্ষ মুসলমান **আল্লাহ্ তাআলা**র সন্তুষ্টি অর্জন এবং **রাসূলে আকরাম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সুন্নাতের উপর আমল করার নিয়্যতে ইতিকাফের সৌভাগ্য অর্জন করে **আল্লাহ্ তাআলা**র দরবার থেকে বন্টন হওয়া নেয়ামত ও সম্মানের অধিকারী হয়। ইতিকাফকারীও কি পরিমাণ সৌভাগ্যবান যে, শরীয়াত বিরোধী কাজ থেকে বিরত থেকে তার প্রতিটি মূহুর্ত **আল্লাহ্ তাআলা**র ইবাদতের মধ্যে অতিবাহিত হয়। ইতিকাফকারী যতক্ষণ পর্যন্ত ইতিকাফ অবস্থায় থাকে অনেক ধরণের মন্দ কাজ থেকে বেঁচে থাকে এবং তাকে প্রত্যেক দিন একটি হজ্বের সাওয়াব প্রদান করা হয়। হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হাসান বসরী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ থেকে বর্ণিত; ইতকাফকারীকে প্রতিদিন একটি হজ্বের সাওয়াব দান করা হয়। **(শুয়াবুল ঈমান, বাব পিল ইতিকাফ, ৩/৪২৫, হাদীস- ৩৯৬৮)**

www.dawateislami.net

এমনকি হযরত সায়্যিদুনা আতা খুরাশানী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বলেন: ইতিকাফকারীর উদাহরণ ঐ ইহরাম বাঁধা ব্যক্তির মতো, যে **আল্লাহ্ তাআলা**র দরবারে এসে পড়ে রয়েছে এবং এটা বলছে; হে **আল্লাহ্ তাআলা**! যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি আমাকে ক্ষমা করবে না, আমি এখান থেকে নড়বো না।

(শুয়াবুল ঈমান, বাব ফিল ইতিকাফ, ৩/৪২৬, হাদীস- ৩৯৭০)

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ তবলীগে কোরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের মধ্যে দেশে বিদেশের অনেক জায়গায় শেষ দশদিন ইতিকাফের সুন্নাতকে জীবিত রাখার জন্য শেষ দশদিন ইজতিমায়ী ইতিকাফের বিশেষ ভাবে গুরত্ব দেওয়া হয়। ইতিকাফের সুন্নাতের সৌভাগ্য প্রাপ্তদের নিয়ম অনুসারে এক জাদওয়ালের ব্যবস্থা করা হয়। যাতে **আল্লাহ্ তাআলা**র ঘরের এই সম্মানীত মেহমানরা যেই উদ্দেশ্যে এখানে এসেছে এতে যাতে সফলকামী হয়ে যায়। তাদেরকে যথাযত সুবিধা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়, যাতে আশিকানে রমযান ও আশিকানে ইতিকাফ একসাথে প্রশান্তির সাথে শিখা শিখানোর হালকায় সম্পৃক্ত হতে পারে। কোরআনুর করীমের সঠিক মাখারিজের সাথে তিলাওয়াত নামাযের মৌলিক মাসয়ালা, অযু-গোসলের মাসয়ালা, সুন্নাত ও আদব, দোয়া, কলেমা, সূরা এবং অন্যান্য মাদানী ফুল শিখা শিখানো ছাড়াও মাদানী দরস (ফয়যানে সুন্নাতের দরস) এবং সুন্নাতে ভরা সংশোধনী বয়ান, অডিও মাদানী মুযাকারা শুনা শুনানোর গুরুত্ব দেওয়া হয়। এমনকি ইতিকাফকারীদের গুনাহ থেকে বেঁচে থাকতে, অতীতের গুনাহ থেকে তাওবা করতে, কাযা নামায আদায় করতে সুন্নাতে ভরা জীবন অতিবাহিত করতে, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত থাকতে, নিজ ঘর এলাকা এবং শহরের মধ্যে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাজের সাড়া জাগাতে, মাদানী ইন্আমাতের উপর আমল, মাদানী কাফেলার মধ্যে সফর করতে এবং ইনফিরাদী কৌশিশের মাধ্যেমে অন্যান্য মুসলমানদের মাদানী কাজের উৎসাহ দিতে, যিম্মাদারগণ এবং পিতা-মাতার আনুগত্য এবং **আল্লাহ্**র হক ও বান্দার হক আদায় করতে ভরপুর মাদানী মনমানসিকতা দেওয়া হয়। এজন্য সমস্ত ইসলামী ভাইদের প্রতি ইজতিমায়ী ইতিকাফের মধ্যে সম্পৃক্ত হওয়ার মাদানী অনুরোধ।

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ানের শেষে সুন্নাতের ফযীলত এবং কিছু সুন্নাত ও আদব বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত, হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে (ব্যক্তি) আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো, আর যে আমাকে ভালবাসলো সে জান্নাতে আমার সাথে থাকবে।" (ইবনে আসাকির, ৯ম খন্ড, ৩৪৩ পৃষ্ঠা)

সিনা তেরী সুন্নাত কা মদীনা বনে আক্বা, জান্নাত মে পড়োছি মুঝে তুম আপনা বানানা।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

সূরমা লাগানোর সুন্নাত ও আদব:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتۡ بَرَکَاتُہُمُ الۡعَالِیَہ এর লিখিত রিসালা **"১০১ মাদানী ফুল"** থেকে সূরমা লাগানোর কিছু সুন্নাত ও আদব শুনি: ✱ সব সুরমার চাইতে উত্তম সুরমা হচ্ছে ইসমাদ। কেননা এটা দৃষ্টি শক্তি বৃদ্ধি করে এবং পালক গজায়। (সুনানে ইবনে মাজাহ, ৪র্থ খন্ড, ১১৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৩৪৯৭) ✱ পাথুরী সুরমা ব্যবহার করাতে অসুবিধা নেই এবং কালো সুরমা কিংবা কাজল রূপচর্চার নিয়্যতে পুরুষের লাগানো মাকরূহ। আর যদি রূপচর্চা উদ্দেশ্যে না হয় তবে মাকরূহ নয়। (ফতোওয়ায়ে আলমগিরী, ৫ম খন্ড, ৩৫৯ পৃষ্ঠা) ✱ শয়ন করার সময় সুরমা লাগানো সুন্নাত। (মিরআতুল মানাজিহ, ৬ষ্ঠ খন্ড, ১৮০ পৃষ্ঠা) ✱ সুরমা ব্যবহারের বর্ণিত তিনটি পদ্ধতির সারাংশ উপস্থাপন করছি (১) কখনো উভয় চোখে তিন তিন শলাই (২) কখনো ডান চোখে তিন শলাই এবং বাম চোখে দুই শলাই, (৩) অথবা কখনো উভয় চোখে দুই বার করে অতঃপর সবশেষে এক শলাই সুরমা লাগিয়ে ওটাকেই পরপর উভয় চোখে লাগান। (শুয়াবুল ঈমান, ৫ম খন্ড, ২১৮-২১৯ পৃষ্ঠা, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত) এ রকম করাতে اِنۡ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ তিনটার উপরই আমল হয়ে যাবে। **প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** সম্মানজনক যত কাজ রয়েছে সব কাজই **আমাদের প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ডান দিক শুরু করতেন তাই সর্বপ্রথম ডান চোখে সুরমা লাগাবেন এরপর বাম চোখে।

www.dawateislami.net

অসংখ্য সুন্নাত শিখার জন্য **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত ২টি কিতাব (১) ৩১২ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"বাহারে শরীয়াত"** ১৬তম খন্ড (২) ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **'সুন্নাত ও আদব'** হাদিয়া দিয়ে সংগ্রহ করে পাঠ করুন। সুন্নাত প্রশিক্ষনের একটি সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে দা'ওয়াতে ইসলামীর **মাদানী কাফেলায়** আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

লুটনে রহমতে কাফিলে মে চলো, শিখনে সুন্নাতে কাফিলে মে চলো।
হোগি হাল মুশকিলে কাফিলে মে চলো, খতম হো শামতে, কাফিলে মে চলো।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও দোয়া সমূহ

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمۡ وَبَارِكۡ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِیِّ الۡاُمِّیِّ الۡحَبِیۡبِ
الۡعَالِی الۡقَدۡرِ الۡعَظِیۡمِ الۡجَاہِ وَعَلٰی اٰلِہٖ وَصَحۡبِہٖ وَسَلِّمۡ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সাদিসাতু ওয়াল খামসূন, ১৫১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

www.dawateislami.net

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুল হাদীয়াতু আশারা, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের সত্তরটি দরজা:

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের সত্তরটি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পা করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ

صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সানিয়াতু ওয়াল খামসূন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে!

www.dawateislami.net

যখন তিনি চলে গেলেন তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।"

(আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْہُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَکَ یَوْمَ الْقِیَامَۃِ

উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম, রাউফুর রাহীম صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজিব হয়ে যায়।"

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুয যিকর ওয়াদ দোয়া, ২,৩২৯, হাদীস নং- ৩০)

(১) এক হাজার দিনের নেকী:

جَزَی اللّٰہُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاھُوَ اَھْلُہٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا থেকে বর্ণিত, **মক্কী মাদানী আক্বা, উভয় জাহানের দাতা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।"

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ,কিতাবুল আদইয়াহ,বাবু কাইফিয়াতুস সালাত...শেষ পর্যন্ত, ১০/২৫৪, হাদীস নং- ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেল:

لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ الْحَلِیْمُ الْکَرِیْمُ سُبْحَانَ اللّٰہِ

رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِیْمِ

সহনশীল দয়ালু আল্লাহ ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তফা صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেল। (তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

www.dawateislami.net